কনসেপ্ট
অ্যাডভার্টাজিং
অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ডিজাইন
৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানলতা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬

বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত নিরপেক্ষ পাক্ষিক সংবাদপত্র

রাঢ় আলাপন

অলঙ্কারের দুনিয়ায়
একমাত্র ভরসা
শোভা জুয়েলার্স
চকবাজার গলি (স্টল নং-৫), বাঁকুড়া
ফোন: ৯৪৩৪১ ৩৪৭৩৪

Postal Registration No. SSP (BKU)/RNP-33 *email: aalaapan123@gmail.com* *RNI No.: WBBEN/2004/14957*

• বর্ষ ১২ • • সংখ্যা ২০ • • ৪ জানুয়ারি ২০১৫ • • মূল্য ২.০০ টাকা •

কলেজ ভোটে ফের প্রহসন!

আলাপন প্রতিনিধি: এবার কলেজ ভোটের ফলাফল কী হতে চলেছে? কোনও গবেষণার দরকার নেই। কোনও এগজিট পোলেরও দরকার নেই। ফলাফল এখনই বলে দেওয়া যায়। অধিকাংশ কলেজেই বোর্ড দখল করতে চলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। না, নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়'। প্রসঙ্গত, গত বছর জেলার প্রতিটি কলেজেই 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' জিতেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

কয়েকদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বার্তা দিয়েছিলেন, ভোট না করিয়ে গায়ের জোরে ছাত্র সংসদ দখল করা চলবে না। কে শোনে কার কথা! দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর নদী পেরিয়ে তা বাঁকুড়া সীমান্তে পৌঁছচ্ছে না। ফলে, ভোটের নামে ফের প্রহসন হতে চলেছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

শুধু ছাত্ররা নয়, কলেজ দখল করতে জোরকদমে নেমে পড়েছেন খোদ জেলা সভাধিপতি, জেলা সভাপতি, বিধায়করা। সবাইকে নিজের নিজের এলাকায় কলেজ নির্বাচনে পূর্ণশক্তি নিয়ে ঝাঁপাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোট হলে কোমর বেঁধে লড়লে তবু না হয় প্রশ্ন ছিল। আপাতত লড়াই, কোনওভাবেই যেন ভোট না হয়। বিরোধীরা যেন কোনওভাবেই মনোনয়ন না তুলতে পারে।

এবার জেলার কলেজগুলিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। বাঁকুড়া মহকুমার কলেজগুলিতে ভোট হওয়ার কথা ৭ জানুয়ারি। বিষ্ণুপুর ও খাতড়া মহকুমায় ৮ জানুয়ারি। কিন্তু কটা কলেজে ভোট হবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। কারণ, অধিকাংশ কলেজ থেকেই যা খবর আসছে, তাতে ভোট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। শাসক দলের দাবি, 'বিরোধীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারা প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না।' আর বিরোধীদের দাবি, 'ওরা ভোট করতে ভয় পাচ্ছে। কারণ, ভোট হলে ফল কী হতে পারে, ওরা ভালই বুঝতে পারছে।'

এবার অবশ্য লড়াই শুধু টিএমসিপি বনাম এসএফআই নয়। তৃতীয় শক্তি হিসেবে ময়দানে হাজির অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। তাঁরা বেশ কয়েকটি কলেজে প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এস এফ আই সূত্রের দাবি, তাঁরাও অন্তত সাত আটটি কলেজে লড়াই করার মতো অবস্থায় আছেন। কিন্তু আদৌ মনোনয়ন তুলতে দেওয়া হবে কিনা, সেটাই বড় প্রশ্ন।

বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে মনোনয়ন তোলার দিন ২ জানুয়ারি। সময় মাত্র তিন ঘণ্টা (সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টো)। খাতড়া ও বিষ্ণুপুরের ক্ষেত্রে মনোনয়ন তোলার দিন ৩ জানুয়ারি। মাত্র একদিন সময় কেন? এস এফ আই জেলা সম্পাদক ধর্মেন্দ্র চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'ওরা কতটা নির্লজ্জভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে, এটা তারই একটা উদাহরণ। আমরা জেলাশাসকের কাছে নিরাপত্তার আশ্বাস চেয়েছি। উনি মুখে আশ্বাস দিলেও বাস্তবে কতটা কী করতে পারবেন, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আগের দু'বছরেও প্রশাসনকে নির্লজ্জ ভূমিকাতেই দেখা গেছে।'

চলে গেলেন দর্শকরা ফাঁকায় উদ্বোধন মেলার

প্রসূন মিত্র

কথা ছিল, উদ্বোধনে আসবেন তিন মন্ত্রী। কথা ছিল, দুপুর তিনটে নাগাদ হবে উদ্বোধন। অনেক আগে থেকেই হাজির দর্শকরা। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। অতিথিদের দেখা নেই। উদ্বোধনও হয়নি। দর্শকদের আর কাঁহাতক ধৈর্য্য থাকে! সন্ধে নামার আগেই খালি হয়ে গেল মঞ্চের আশপাশি। মাইকে অনবরত ঘোষণা, আর একটু পরেই হবে বিষ্ণুপুর মেলার উদ্বোধন। কিন্তু কখন? উত্তর ছিল না কারও কাছেই। শেষমেশ সন্ধে সাতটা নাগাদ ফাঁকা মাঠেই মন্ত্রী ও পুরপ্রধান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে করতে হল বিষ্ণুপুর মেলার উদ্বোধন।

পরবর্তী অংশ তৃতীয় পাতায়

একশো দিনের কাজে ইটভাটা

আলাপন প্রতিনিধি: আমের পর এবার বাঁকুড়ার চমক তাহলে ইট! একশো দিনের কাজের আওতায় এবার আনা হচ্ছে ইটভাটা। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যে এরকম উদ্যোগ এই প্রথম। অন্তত এই ক্ষেত্রে নজির গড়তে চলেছে বাঁকুড়া জেলা। আপাতত কেঞ্জাকুড়ার কাছে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে এই প্রকল্প। যদি সফল হয়, তাহলে আগামীদিনে জেলার নানা প্রান্তে এই প্রকল্পে কাজ হতে পারে। হঠাৎ এরকম একটি প্রকল্পের কাজে হাত দিলেন কেন? এমজিএনআরইজিএস এর বাঁকুড়া জেলার প্রকল্প আধিকারিক ড. বাবুলাল মাহাতো বলেন, রাজ্য থেকেই এরকম একটা প্রোজেক্টের কথা বলা হচ্ছিল। মনে হল, একবার চ্যালেঞ্জটা

রাজ্যে প্রথম

পরবর্তী অংশ তৃতীয় পাতায়

বছরের শেষ দিনে স্তব্ধ হল বাঁকুড়া

আলাপন প্রতিনিধি: বছরের শেষ দিন। কত লোকের কত রকম পরিকল্পনা ছিল। কেউ ভেবেছিলেন পিকনিকে যাবেন। কেউ চেয়েছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে কোথাও যেতে। আবার কারও হয়ত ইচ্ছে ছিল বাঁকুড়া শহরে আসার। সবকিছুই মুলতুবি রাখতে হল। উল্টে দিনভর নানা হয়রানি। বছরের শেষ দিনে কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেল বাঁকুড়া।

আসামে আদিবাসীদের উপর জঙ্গি হানায় তীব্র প্রভাব পড়ল বাঁকুড়া জেলায়। জঙ্গল মহলে ছিল বন্‌ধের চেহারা। দোকানপাট সব বন্ধ, রাস্তা শুনশান। রেহাই পেল না বাঁকুড়া শহরও। ভোর হওয়ার আগেই সতরঞ্জি পেতে টাঙি-তির ধনুক নিয়ে বসে পড়লেন আদিবাসী সংগঠনের কর্মীরা। কোনও দিক থেকে কোনও বাস বা গাড়িকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসগুলি বেরোতেই পারল না। বাঁকুড়া থেকে দক্ষিণ বাঁকুড়া ও জেলার অন্যান্য প্রান্ত একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। নিমেশে খবর ছড়িয়ে গেল। ফলে বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, খাতড়া, রানিবাঁধ, রাইপুরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঁকুড়ার বাসও ছাড়া হল না। চূড়ান্ত দুর্ভোগের মুখে পড়তে হল যাত্রীদের।

দুপুর নাগাদ প্রশাসনের কর্তারা আদিবাসী সংগঠনের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। এবং অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ করেন। তখন বাঁকুড়া শহরের উপর থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। অনেক বাসই সেদিন নিজেদের যাত্রা বাতিল করেছে। আর সন্ধের পরেও জঙ্গল মহল কার্যত বন্‌ধের চেহারাতেই রইল।

অন্যান্য পাতায়

• খোলামেলা সাক্ষাৎকার: অমিয় পাত্র
• অধিকাংশ জোনালেই নতুন মুখ
• বিশেষ কভারেজ: বাঁকুড়া বইমেলা
• কমলপুর নেতাজি হাইস্কুলের হীরক জয়ন্তী
• ভ্রমণ: জঙ্গলঘেরা সুতান

সবার উপরে মানুষ সত্য

সম্পাদকীয়

নতুন পথের খোঁজে

দেখতে দেখতে আরও একটা বছর ফুরিয়ে গেল। বছর শেষ হলেই আমরা বসে যাই সালতামামিতে। কী পেলাম, কী হারালাম। শুধু বাঙালিরা এ নিয়ে মেতে থাকি বললে ভুল হবে। বারাক ওবামা থেকে লাওনেল মেসি, সবাই বসে যান হিসেব কষতে। ফেলে আসা বছরের কত স্মৃতি! কত সাফল্য, যা আগামীদিনে প্রেরণা জোগাবে। কত ব্যর্থতা, নতুন করে শিক্ষা দেবে। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, প্রতিটি বছরই আমাদের সবার জীবনেই কোথাও একটা ছাপ রেখে যায়। তাই বছর বদল মানে নিছক ক্যালেক্সার বদল নয়। নতুন কিছু অঙ্গিকার নিয়েই আমরা পা বাড়াই সামনের দিকে।

বারো বছর আগে আলাপনেরও পথ চলা শুরু হয়েছিল বছরের শুরুতেই। আলাপন থেকে 'রাঢ় আলাপন' নাম নিয়ে নথিভুক্ত হওয়া, তাও পরের বছরের শুরুতেই। কত চড়াই উতরাই, কত তরঙ্গ। চলার পথে কখনও হোঁচট খেয়েছি, আবার ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। ২০১৩ তে আবার নতুন আঙ্গিকে হাজির হয়েছে রাঢ় আলাপন। এই দেড় বছরে অনেকটাই বিস্তার হয়েছে। জেলার গন্ডি ছাড়িয়ে রাজ্য। দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে ভিনদেশেও দিব্যি পৌঁছে যাচ্ছে রাঢ় আলাপন। উন্নততর প্রযুক্তির সৌজন্যে রাঢ় আলাপন নিজের ডালপালা মেলে দিয়েছে সুদূর আকাশে। কিন্তু পা থাকছে সেই বাঁকুড়ার মাটিতেই।

এখানেই থেমে যাওয়া নয়। সামনের বছরে আরও এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গিকার। ২০১৪ ভরসা জুগিয়েছে। ২০১৫ নতুন পথ দেখাক। পাক্ষিক থেকে এবার উত্তরণ হবে সাপ্তাহিকে। জানুয়ারি থেকেই করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু নিজেদের আরও একটু সংগঠিত করা দরকার। তাই আরও দু-তিন মাস সময় চেয়ে নিচ্ছি। বাঁকুড়ায় নিজস্ব কার্যালয় হয়ে গেছে। শুধু ইমেলে নয়, ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারবেন পাঠকরা। নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরির প্রক্রিয়াও চলছে। জানুয়ারির মধ্যে তা নতুন আঙ্গিকে হাজির হবে।

এই কাঠামোয় দাঁড়িয়ে সময়মতো পাঠকের কাছে কাগজ পৌঁছে দেওয়াটা বেশ কঠিন। ফলে, দূরদূরান্তে কাগজ পাঠাতে এখনও ডাকযোগই ভরসা। এতদিন ডাকে পাঠানোর ব্যাপারটাও খুব নিয়মমাফিক হচ্ছিল না। সেই পর্বেও আরও একটু শৃঙ্খলা দরকার। যেন প্রকাশিত হওয়ার পরই যত দ্রুত সম্ভব, পাঠানো যায়।

আরও নতুন নতুন ভাবনা আছে। কাগজকে আরও সমৃদ্ধ করতে নতুন কিছু বিভাগও আসছে। সেগুলি নিয়ে পরে একদিন আড্ডা দেওয়া যাবে। সবাইকে নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা। আলাপনকে আরও সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করার এই লড়াইয়ে আপনারাও পাশে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।

রাঢ় আলাপনের নতুন কার্যালয়ের ঠিকানা

রাঢ় আলাপন
কল্যাণী ভবন, কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া
পিন— ৭২২১০১
এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারেন।
আগের মতো ই-মেলেও পাঠাতে পারেন।
ঠিকানা: aalaapan123@gmail.com

গ্রাহক হতে চান?

বাড়িতে বসে রাঢ় আলাপন পড়তে চান? রাঢ় আলাপনের গ্রাহক হতে চান? ডাকযোগে আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে রাঢ় আলাপন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ১০০ টাকা। যোগাযোগ করুন ৮৯৪২৮ ২৫৮৫৬ নম্বরে।

চিঠিচাপাটি

কৃতীদের কথা তুলে ধরুন

বাঁকুড়া জেলা রত্নগর্ভা। জেলার নানা প্রান্তের কৃতীরা দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন। নিজের নিজের পেশায় তাঁরা লব্ধ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা কজন তাঁদের খোঁজ রাখি ? এমনকি নিজের নিজের এলাকার কৃতী সন্তানদের সাম্প্রতিক খবরও জানি না। রাঢ় আলাপন এই ব্যাপারে একটা ভূমিকা নিতে পারে।

প্রতি সংখ্যায় একজন বা দুজন এমন মানুষের কথা তুলে ধরুন। এই প্রযুক্তির যুগে তাঁদের খুঁজে পাওয়া খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হয় না। এই ব্যাপারে পাঠকরাও সাহায্য করতে পারেন। তাঁরাও নিজের নিজের এলাকার কৃতী সন্তানদের কথা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে পারেন। নতুন বছরে এই নতুন বিভাগ চালু হলে মন্দ হয় না।

সুজন মিত্র, *কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া*

ছোট ছোট খবর চাই

আগে এই পত্রিকাটির কথা জানতাম না। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে পত্রিকাটি পড়ছি। এখন তো প্রযুক্তির যুগ। তাই ছাপা কাগজ হাতে না পেলেও কাগজ পড়া হয়ে যায়। আমারই এক বন্ধু মেল করে পিডিএফ ফাইলটা পাঠিয়েছি। একবার নয়, সম্ভবত চারটি সংখ্যা পড়েছি। পুরোটা পড়েছি, এমন নয়। তবে প্রায় আশি শতাংশ পড়েছি। বাঁকুড়া জেলা থেকে এমন একটি কাগজ বেরোয়, তা জানতামই না। এর দায় শুধু আপনাদের ঘাড়ে চাপানো যায় না। কিছুটা দায় আমাদেরও থেকে যায়।

তবে দু একটি কথা বলা দরকার। খবরের প্রাধান্য আরও বাড়ানো উচিত। বড় বড় লেখার পরিমাণ বেশি। একজন পাঠক হিসেবে বুঝতে পারি, বড় লেখার প্রতি মানুষের একটা ভীতি কাজ করে। পাঠক ভাবে, এখন সময় নেই, এই লেখাটা পরে পড়ে নেব। কিন্তু পরে আর পড়া হয় না। কিন্তু একটা বড় লেখার জায়গায় যদি তিনটে বা চারটে ছোট লেখা থাকে, তাহলে সেই পাঠক কিন্তু ঠিক পড়ে ফেলে। আসলে, সময় নয়, ভীতিটাই আসল। তাছাড়া, এটা তো আর লিটল ম্যাগ বা সাহিত্য পত্রিকা নয়। এখানে খবরের প্রাধান্যই বেশি থাকবে। মানছি, এখন ডেইলি কাগজেও বিভিন্ন জেলার আলাদা সংস্করণ। তবু সবার তো আর রোজ খুঁটিয়ে পড়া হয় না। তাছাড়া, একজন পাঠক তো আর চারটে ডেইলি কাগজও পড়ে না। তাই কোথায় কী বেরোচ্ছে, সে জানতেও পারে না। তাই যদি এক জায়গায় সব পাওয়া যায়, মন্দ কী? আশা করি, প্রস্তাবটি ভেবে দেখবেন।

অভিরূপ মাহাতো, *রায়পুর*

সাহিত্যের জন্য আলাদা পাতা চাই

এক বন্ধুর কাছে কাগজটির কথা শুনলাম। পরে ফেসবুকে পড়লাম। বেশ ভালই লাগল। কর্মসূত্রে বাইরে থাকি বলেই বোধহয় পড়ার তাগিদটা বেশি। নিজের জেলার কথা জানতে কার না ভাল লাগে! জেলা শহর বা মফস্সল থেকে এরকম একটি কাগজ বের করে যাওয়া বেশ কঠিন কাজ। নিজে একসময় লিটল ম্যাগ করেছি বলেই কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। তবে এটা অবশ্য লিটল ম্যাগ নয়, খবরের কাগজ। আমার অনুরোধ, এটাকে শুধু খবরের কাগজ না করে একটু সাহিত্য আনা হোক। মূলস্রোতের কাগজ যদি সাহিত্যের হাত ধরে, তা অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। নতুন বছরে অন্তত একটা পাতা যদি সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ করেন, তাহলে খুব ভাল হয়।

সঞ্জীব ব্যানার্জি, বিষ্ণুপুর

চিঠি লিখুন

চিঠিপত্রের এই বিভাগটি পাঠকদের জন্য। আপনার এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরতে চান? মাননীয় সাংসদ/বিধায়ক/সভাধিপতি/সভাপতি বা প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান? আপনিও হাতে কলম তুলে নিন। সমস্যার কথা, পরামর্শের কথা লিখুন। চাইলে, কারও কোনও উদ্যোগের প্রশংসা করতে পারেন, পাশে দাঁড়াতে পারেন। সমালোচনা? তাও করতে পারেন। তবে নীতিগত ও গঠনমূলক সমালোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত কুৎসা ও আক্রমন থেকে বিরত থাকুন। নানা বিষয়ে খোলা মনে আপনার মনোভাব জানান। ই মেলেও চিঠি পাঠাতে পারেন। ঠিকানা— aalaapan123@gmail.com
ফেসবুকেও নিজের মতামত জানাতে পারেন। সার্চ করুন aalaapan bankura

বইমেলায় বাড়ল স্টল, বাজেট

আলাপন প্রতিনিধি: টানা কদিন শীতের দাপট। ঠান্ডা কমতেই নেমে এল বৃষ্টি। তার মাঝেই চলছে বাঁকুড়া বইমেলা।

এই নিয়ে তিরিশ বছরে পা রাখল বাঁকুড়া বইমেলা। জেলার কৃতী সন্তান, কিংবদন্তী সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ চলছে। তাই এবার উদ্বোধক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে।

এবারও মেলার স্থান খ্রীষ্টান কলেজের মাঠ। শুরু হল ৩০ ডিসেম্বর। চলবে সাত দিন, অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। গত বছর স্টল ছিল ৭২ টি। এবার স্টল বেড়ে হয়েছে ৮০ টি। গত বছরের তুলনায় বাজেটও কিছুটা বেড়েছে। এবার বাজেট। গতবার বই বিক্রি হয়েছিল পঞ্চাশ লাখ টাকার। এবার সেই অঙ্কটা অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছেন বইমেলা কর্তৃপক্ষ। গত বছর জেলা লাইব্রেরি বই কিনেছিল পাঁচ লাখ টাকার। এবার তাঁদের বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। এবার লাইব্রেরি থেকে নেওয়া হবে সাত লাখ টাকার বই। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই বইয়ের বিক্রি কিছুটা বাড়ারই কথা।

ই লাইব্রেরি পাচ্ছে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

আলাপন প্রতিনিধি: এখনও নিজস্ব ভবন তৈরি হয়নি। ব্লক অফিসেই চলছে ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা। কিন্তু এর মধ্যে একটা ভাল খবর শোনা যাচ্ছে। বাঁকুড়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে নাকি ই লাইব্রেরি সুবিধা চালু হতে চলেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই চালু হয়ে যাবে এই ই লাইব্রেরি।

এমনিতে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে তেমন পর্যাপ্ত বই নেই। ১১ টি বিষয়ে প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী ক্লাস করছেন। লাইব্রেরিতে বেশি বই না থাকায় মাঝে মাঝেই তাঁরা ক্ষোভ জানাচ্ছিলেন। বিষয়টি জানানো হয় শিক্ষা দপ্তরে। শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা চাইলে ই লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সঙ্গেও চুক্তি হয়ে আছে। বাঁকুড়ার ছাত্র ছাত্রীরা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এই লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবেন। উপাচার্য দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কুড়িটি নতুন কম্পিউটার পাওয়া যাবে। তার মধ্যে পনেরোটি লাগানো হবে ই লাইব্রেরির কাজে। পরে কম্পিউটারের সংখ্যা আরও বাড়বে।

চলে গেলেন দর্শকরা ফাঁকায় উদ্বোধন মেলার

প্রথম পাতার পর

এমনিতেই মেলার আকর্ষণ অনেকটাই কমে গেছে। গত দু'বছরে অনেক দেনা। প্যান্ডেল থেকে মঞ্চ নির্মাতা, অনেকেই গতবারের প্রাপ্য টাকা পাননি। মেলার মূল উদ্যোক্তা মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও সারদা কান্ডে বেসামাল। তাই মেলা হবে কিনা তা নিয়েই একসময় সংশয় তৈরি হয়েছিল। শেষমেষ মেলা হল, তবে বড়ই ম্যাড়মেড়ে। যে বিষ্ণুপুর মেলার দিকে তাকিয়ে থাকত সারা বাংলা, তা যেন একটি স্থানীয় মেলায় পরিণত হল। মেলার পরই থাকত বিষ্ণুপুর উৎসব। এবার তাও নেই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা সানাইয়ের সুর সেভাবে বাজল কই!

দু'বছর আগে তবু বলিউড বা টলিউড দিয়ে চমক দেওয়া হয়েছিল। এবার আর তাও নেই। যদুভট্ট মঞ্চ আর রামানন্দ মঞ্চ- এই দুই মঞ্চেই হল মূল অনুষ্ঠান। একেকটি দিন একেক রকম দিবস। প্রথম দিন উন্নয়ন দিবস। পরের দিন যুবশ্রী দিবস। তারপর শিক্ষাশ্রী, গীতাঞ্জলি দিবস। বাইরের জাঁকজমক না থাকায় এবার ভরসা রাখতে হয়েছিল স্থানীয় শিল্পী ও লোকসংস্কৃতির ওপর। তবু ভাল, তাঁরা অন্তত সুযোগ পেলেন। নইলে এবারও তাঁদের হয়ত ব্রাত্যই থাকতে হত।

একশো দিনের কাজে ইটভাটা

প্রথম পাতার পর

নিয়েই দেখা যাক। তাই এখানে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ববস্থা করলাম। কাজও শুরু হয়ে গেছে। আশা করছি, প্রথমবার বেশ সফলভাবেই ইট তৈরি হবে।

প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ১৭ লাখ টাকা। প্রথম দফায় ইট তৈরি হবে প্রায় তিন লাখ চল্লিশ হাজার। বাবুলাল মাহাতোর দাবি, পরের বার থেকে এই প্রকল্পের খরচ অনেকটাই কমে যাবে। সেক্ষেত্রে জেলার নানা প্রান্তে এই প্রোজেক্ট হতেই পারে। কিন্তু এত ইট বিক্রি হবে কোথায়? প্রকল্প আধিকারিকের কথায়, এই ইট সরকারি টাকায় হচ্ছে। আপাতত বিভিন্ন সরকারি প্রোজেক্টে এটা ব্যবহার করা হবে। তাতে নির্মাণ কাজে সরকারের খরচ অনেকটা কমে আসবে। সরকারি বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে এই ইট নেওয়া যেতে পারে। পরবর্তীকালে ২৫ শতাংশ ইট বাইরে বিক্রি করা হতে পারে। সেখান থেকে জ্বালানি বা অন্যান্য খরচ উঠে আসবে। যাঁরা এই প্রকল্পে কাজ করছেন, তাঁরা যেমন মজুরি পাচ্ছেন, তেমনি উঠে আসা অর্থ থেকে তাঁরাও একটা শেয়ার পাবেন।

আম বাবু

একশো দিনের কাজ নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। এই প্রকল্পে যত না কাজ হয়, তার থেকে অনেক বেশি অপচয় ও বেনিয়ম হয়। এমন অভিযোগ হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু বাঁকুড়া জেলা বোধ হয় এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম। এই জেলাতে অপচয় বা পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপার নেই, এমন নয়। তবে বেশ কিছু গঠনমূলক কাজ হচ্ছে, যা বেশ তারিফ করার মতো।

যেমন আম চাষের কথাই ধরা যাক। কে ভেবেছিল, বাঁকুড়া জেলার এই রুক্ষ মাটিতে এত আম ফলতে পারে! সেটাই করে দেখিয়েছেন এমজিএনআরজিএস প্রকল্প আধিকারিক ড. বাবুলাল মাহাতো। বাড়ি প্রতিবেশী পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানায়। দীর্ঘদিন এই জেলায় আছেন। এই জেলার মাটিতে কী সম্ভব, কী মুশকিল, বেশ ভাল বোঝেন। চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন আম্রপালি ফলানোর। হাতে নিলেন বিরাট এক প্রকল্প। ২ লাখ ৮৩ হাজার গাছ। যুক্ত করলেন প্রায় তিনশো স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। প্রথম পর্যায়ে অনেকটাই সফল। জঙ্গল মহলে তো তাঁর নামই হয়ে গেল 'আম বাবু'। এবার ঠিক করলেন আলফান্সো আম লাগাবেন। ওন্দা, মেজিয়া, সিমলাপাল, হিড়বাঁধে নেমে পড়লেন।

হাত দিলেন ইটভাটার কাজে। রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম একশো দিনের কাজের আওতায় আনা হল ইটভাটাকে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। তৈরি ইট থেকে হবে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ। আগামীদিনে অন্যান্য ব্লকেও এই প্রকল্প সফল হতে পারে। বেকার যুবকদের যেন নতুন এক দিশা দেখালেন বাবুলাল। থেমে থাকলেন না। এবার গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতালের রোগীদের নিয়ে নেমে পড়লেন আরও এক কাজে। শুরু হল কমলালেবুর চাষ। দার্জিলিং ছাড়া এই রাজ্যে সমতলে আর কোথাও কমলালেবু হয়? জানা নেই। এখনই এর সুফল পাওয়া যাবে না। তবে আগামীদিন কমলালেবুর ক্ষেত্রেও বাঁকুড়া নতুন পথ দেখাতেই পারে।

সবক্ষেত্রে হয়ত সাফল্য নাও আসতে পারে। তবু নতুন উদ্যমে লড়ে যাচ্ছেন বাবুলাল। এবারের লাল গোলাপ এই উদ্যমী অফিসারের হাতেই তুলে দেওয়া হল।

লজ্জার মিছিল

কী কাজে ওঁদের আনা হল! আর কী কাজ ওঁদের দিয়ে করানো হল! জঙ্গল মহলের গরিব মানুষগুলোর সঙ্গে কী নির্মম রসিকতা!

কথা ছিল, রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে লোকশিল্পীদের কাজে লাগানো হবে। লোকশিল্পীরা কন্যাশ্রী, যুবশ্রীসহ নানা উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার করবেন। বিনিময়ে সরকার তাঁদের পারিশ্রমিক দেবে। নিঃসন্দেহে ভাল উদ্যোগ। বাঁকুড়ার রবীন্দ্র ভবনে হয়ে গেল তারই অডিশন। জেলার নানা প্রান্ত থেকে এসেছিলেন সাড়ে তিন হাজার লোকশিল্পী। অডিশনের পর বলা হল, রেজাল্ট পরে বেরোবে। এখন মিছিলে বেরোতে হবে। যারা মিছিলে হাঁটবে না, তাদের নাম বাদ চলে যাবে।

গ্রাম থেকে আসা অসহায় মানুষগুলো কেউ ইচ্ছায়, কেউ অনিচ্ছায় মিছিলে হাঁটলেন। সেই মিছিলের দাবি কী ছিল? মদন মিত্রকে গ্রেফতার করা হল কেন? সারদা কান্ডের তদন্তরত সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে বলানো হল নানা রকম স্লোগান। লম্বা সেই মিছিল হাঁটল রবীন্দ্র ভবন পর্যন্ত। মিছিলেন নেতৃত্বে জেলা পরিষদের সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী। কেউ হাঁটছেন রনপা নিয়ে। আবার অনেকের পরণে ছৌ নাচের পোশাক। ধামসা মাদলও বাজল মিছিলের তালে তালে। সামনে 'গর্বিত নেতা' মহানায়ক অরূপ কুমার।

দূরদূরান্ত থেকে আসা অসহায় গরিব মানুষ। ভেবেছিলেন, সরকারি প্রকল্পে হয়ত মাসে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। তাই গ্রামের সেই শিল্পীরা এসেছিলেন শহরে। অডিশনের পর যে তাঁদের অভিযুক্তদের হয়ে মিছিল করতে হবে, ভাবতেও পারেননি। সাড়ে তিন হাজার লোকের সমাগম। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে! হুমকি দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে তাঁদের হাঁটানো হল মিছিলে। তারপর টিভি চ্যানেলের বুমের সামনে বলা হল, গ্রামের গরিব মানুষেরাও সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

গ্রামের গরিব মানুষের সঙ্গে এমন নির্মম রসিকতা! বাঁকুড়াকে এঁরা আর কোথায় টেনে নামাবেন? এঁরাই কিনা প্রশাসনের শীর্ষে! ভাবতেও লজ্জা হয়। তাই এবারের লাল কার্ড সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তীকে।

নিয়ম সবার জন্যই, আমি কেন ব্যতিক্রমী হব?

*জেলার নানা প্রান্তে চলছে সম্মেলন পর্ব। লোকাল সম্মেলনের গন্ডি টপকে তখন চলছে জোনাল সম্মেলন পর্ব। জেলা সম্মেলন তখনও অনেক দেরি। এই অবস্থায় কলকাতায়, কৃষক সভার দপ্তরে মুখোমুখি **অমিয় পাত্র**। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন **স্বরূপ গোস্বামী**।*

প্রশ্ন: আবার সম্মেলন পর্ব শুরু হয়ে গেল। কে আসছে, কে বাদ যাচ্ছে, এসব নানা গুঞ্জনের শুরু।

অমিয় পাত্র: অন্যান্য দলে তো এসব ব্যাপার নেই। সেখানে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দলে একেবারে নিচুতল থেকে সম্মেলনের মধ্যে থেকে নেতৃত্ব উঠে আসে। নিজেদের ত্রুটি, বিচ্যুতি সব খোলামেলা আলোচনা হয়। আলোচনার মধ্যে দিয়ে নতুন রাস্তা খোঁজার চেষ্টা হয়। নতুন নেতৃত্ব উঠে আসে।

প্রশ্ন: প্রতিবারেই তো সম্মেলন হয়। এবার সম্মেলনের বার্তাটা কী? অন্যবারের সঙ্গে তফাত কোথায়?

অমিয় পাত্র: অন্যান্যবারের থেকে কিছু বিষয়ে তফাত থাকবে। এবার সময়োপযোগী কার্যকরি সংগঠন গড়ে তোলার দিকে আরও বেশি করে নজর দিতে হবে। যারা সক্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, এমন অনেক নতুন মুখকে সামনে আনতে হবে। সম্মেলন মানে তো শুধু কমিটি গঠন নয়। কী কী বিষয় নিয়ে আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলনের দিশা কী হবে, কোথায় কী ভুল থেকে গেল, কীভাবে তা শুধরে নিতে হবে, সংগঠনে কে সক্রিয়, কে নিষ্ক্রিয়, কোথায় কী সমস্যা, সবকিছুই উঠে আসবে।

প্রশ্ন: নতুন মুখ তো প্রতিবার স্বাভাবিক নিয়মেই আসে। নতুনত্ব কোথায়?

অমিয় পাত্র: এবার অনেক বেশি নতুন মুখ দেখতে পাবেন। বিভিন্ন স্তরে যারা তিনবার করে সম্পাদক আছেন, তাদের এবার অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই নানা কারণে নিষ্ক্রিয়। অনেকের বয়স হয়েছে, শরীর ভাল নেই। কারও ক্ষেত্রে ভাবমূর্তির সমস্যা। তাঁদের এবার আর সামনে রাখা হবে না। আবার যাঁরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন, তাঁরা অন্য ভূমিকায় কাজ করবেন।

প্রশ্ন: নিচুতলায় কি এই নিয়ম মানা হচ্ছে? সেই পরিমাণ নতুন মুখ কি তুলে আনা যাচ্ছে?

অমিয় পাত্র: হ্যাঁ, একেবারে লোকাল স্তর থেকেই এই ফর্মুলা মেনে চলা হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যাঁরা তিনবার বা তার বেশি সম্পাদক আছেন, তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। জোনালের ক্ষেত্রেও তাই। বেশিরভাগ জায়গাতেই নতুন মুখ দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন: নতুন মুখ আর তরুণ মুখ, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু অনেক তফাত। ধরা যাক, পঞ্চান্ন বছরের কাউকে লোকাল বা জোনাল সম্পাদক করা হল। আপনি নতুন মুখ বলতেই পারেন। কিন্তু স্থানীয় পার্টিনেতা হিসেবে তিনি তো পুরনো মুখ। হয়ত মানুষ পছন্দ করে না। তাঁকে তো আর তরুণ মুখ বলা যাবে না।

অমিয় পাত্র: শুধু নতুন মুখ নয়, তরুণ মুখের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। চারজন যদি নতুন দায়িত্বে আসেন, তাদের মধ্যে তিন জন হয়ত তরুণ মুখ। তরুণ বলতে তাদের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হয়ত নয়। কিন্তু চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের যুবকদের লোকাল বা জোনালে আনা হচ্ছে। এমনকি নেতৃত্বেও আনা হচ্ছে। অনেক জায়গাতেই এই দৃষ্টান্ত আছে।

প্রশ্ন: জোনাল সম্পাদক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তো জেলা কমিটিরও সদস্য ছিলেন। জোনাল সম্পাদক না থাকলে তাঁদের তো জেলা থেকেও সরাতে হবে। কারণ, নতুন জোনাল সম্পাদককে জায়গা দিতে হবে। তার মানে তো জেলা কমিটিতেও আমূল পরিবর্তন!

অমিয় পাত্র: হ্যাঁ, তা তো হবেই। নতুন জোনাল সম্পাদককে জায়গা দিতে হবে। তবে সব জায়গায় পুরানো জোনাল সম্পাদকরা জেলা কমিটি থেকে বাদ পড়বেন, এমনটাও নয়। বেশ কয়েকজন আছেন, যাঁরা বেশ সক্রিয়। শুধু তিনবার হচ্ছে বলেই সরাতে হচ্ছে। জেলায় তাঁদের অনেকেই থাকবেন। উদাহরণ দেওয়া ঠিক হবে না, তবে এটুকু বলতে পারি, কয়েকজন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাতেই থাকবেন।

প্রশ্ন: সবাই তাকিয়ে জেলার দিকে। পার্টি গাইডলাইন অনুযায়ী, আপনার তো সরে যাওয়ার কথা।

অমিয় পাত্র: হ্যাঁ। এবার আমি আর থাকছি না।

প্রশ্ন: কিন্তু দলের অনেকে বলছেন, বিকল্প কোনও মুখ নেই। তাই এবারও হয়ত আপনাকেই রেখে দেওয়া হবে।

অমিয় পাত্র: না, এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। লোকাল, জোনাল স্তর থেকে যাঁরা তিনবারের বেশি আছেন, তাঁদের সরিয়ে দিলাম। আর নিজে থেকে যাব? এটা হয় নাকি? আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে কেন? হওয়া উচিতও নয়।

প্রশ্ন: সত্যি বলুন তো, বিকল্প আছে? অমিয় পাত্রর বিকল্প হিসেবে কাউকে ভাবা যাচ্ছে?

অমিয় পাত্র: কমিউনিস্ট পার্টি তো ব্যক্তি নির্ভর পার্টি নয়। আমাদের দল অনেকটা কালেকটিভ লিডারশিপে চলে। তাই নেতৃত্বে কে, সেটা খুব বড় একটা ফ্যাক্টর নয়। কুড়ি বছর আগে আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন আমারই বা কত বয়স ছিল? শুরু থেকেই কি সবকিছু বুঝতাম? নতুন যিনি হবেন, তিনিও আস্তে আস্তে মানিয়ে নেবেন। তাছাড়া, আমরা তো আছি। পালিয়ে যাচ্ছি না।

প্রশ্ন: নতুন নাম নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা হয়েছে? কোনও ইঙ্গিত দেওয়া যাবে?

অমিয় পাত্র: ভাবনা চিন্তা হয়নি বললে ভুল বলা হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয় কিছু পরিকল্পনা আছে। শুধু আমরা একা ভাবছি, তাই নয়, রাজ্যেরও একটা ভাবনা চিন্তা আছে। তবে তা বাইরে বলা যাবে না। কমিউনিস্ট পার্টিতে এই শৃঙ্খলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন: সুবক্তা, সংগঠনটা বোঝেন, জেলাটা চেনেন, সবাইকে নিয়ে চলতে পারেন, শৃঙ্খলা মানেন, প্রয়োজনে কঠোর, আধুনিক মনষ্ক, সোশাল সাইটেও সক্রিয়। বলা হয়, অমিয় পাত্র একটা কমপ্লিট প্যাকেজ। আপনি কীভাবে দেখেন?

অমিয় পাত্র: কে কী ব্যাখ্যা করলেন, সেটা তার ব্যাপার। সবার কাজ করার ধরণটাও একরকম নয়। তবে দলের গাইডলাইন সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সবাইকেই মেনে চলতে হয়। আর তরুণ প্রজন্মকে আরও কাছে টানতে গেলেন ফেসবুক, টুইটারের একটা গুরুত্ব তো আছেই। আজকের দিনে রাজনীতি করতে গেলে এই দিকটাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

প্রশ্ন: সব জায়গায় নাকি বিজেপি বাড়ছে। এমনকি বাঁকুড়া জেলাতেও।

অমিয় পাত্র: বিজেপি বাড়ছে মূলত মিডিয়ায়। গ্রামগঞ্জে কিন্তু এখনও সেই প্রতিফলন নেই।

প্রশ্ন: আগে কিন্তু লড়াইটা ছিল দ্বিমুখী। এবার তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপি-র বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। কাজটা কি কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে, মূল শত্রু কে?

অমিয় পাত্র: সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তার আগে রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরানোটা বেশি জরুরি। মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো দরকার। তার রুটি-রুজির নিরাপত্তা বেশি জরুরি। তাই মূল লড়াই অবশ্যই তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

প্রশ্ন: আগেরবার অনেক জায়গায় ঠিকমতো সম্মেলন করতে পারেননি। মিটিং করতে গেলেই নানা জায়গায় হামলা হত। ইদানীং সেসব তেমন আর শোনা যাচ্ছে না। তৃণমূল কি দুর্বল হয়ে পড়ল? নাকি শুভবুদ্ধি ফিরে এল?

অমিয় পাত্র: ভেতরে ভেতরে অনেকটাই দুর্বল হয়েছে, এটা ঘটনা। একটা বিরাট অংশের মানুষের মোহভঙ্গ ঘটেছে। এটা তৃণমূল নিজে সবথেকে ভাল বোঝে। তাছাড়া, ওদের আরও একটা আশঙ্কা আছে। ওদের ধারণা, বিজেপি শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা ভোট পেলে কাটাকুটির অঙ্কে ওদের সুবিধা। এই অঙ্কটা জেলার অনেকেই বোঝেন। সেই কারণেই হয়ত তেমন বাধা দিচ্ছে না। তবে যারা এসব অঙ্ক-টক্কর ধার ধ

প্রশ্ন: তার মানে আপনাদের দিক থেকেও অনেকে বিজেপি শিবিরে নাম লেখাচ্ছে?

অমিয় পাত্র: একেবারে যায়নি, তা বলি কী করে? তবে যতটা মনে হচ্ছে, ততটাও নয়। লোকসভাতে বিজেপি তো বাঁকুড়া লোকসভা থেকেই আড়াই লাখ ভোট পেয়েছে। কিন্তু ভোটের আগে কি তা বোঝা গিয়েছিল? আসলে, এখন যারা যাচ্ছে বলা হচ্ছে, তারা কিন্তু আগেই বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। এখন হয়ত প্রকাশ্যে বলছেন। তবে অনেক জায়গায় আমরা হয়ত সেল্টার দিতে পারছি না। সেখানে অনেকের মনে হচ্ছে, বিজেপি সেল্টার দিতে পারবে। তবে আমরা রাস্তায় নামলে তারা ঠিক ফিরে আসবে।

চরিত্রটাই পাল্টে গেছে

বইমেলার অনিবার্য অঙ্গ হল অনুষ্ঠান-মঞ্চ। সেই অনুষ্ঠানের চেহারা আগে কেমন ছিল? এখনই বা কেমন? দীর্ঘদিন সেই অনুষ্ঠান সঞ্চালনার অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন ***অরিন্দম ঘোষ।***

বইমেলার সংস্পর্শে আসি বছর পনেরো আগে। বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংস্পর্শে বলাই শ্রেয়। যতদূর মনে পড়ে, সে বছর বাঁকুড়া জেলা বইমেলা হয়েছিল মার্চ মাসে, স্টেডিয়ামের সামনের পুকুর-ঘেরা প্রাঙ্গণে। মেলার আলোর প্রতিচ্ছবি পুকুরের জলে পড়ে গোটা এলাকায় অপূর্ব এক মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সেরকমই এক বসন্তের সন্ধ্যায় আমি বইমেলার মঞ্চে প্রথম আবৃত্তি পরিবেশনের সুযোগ পাই।

গত বেশ কয়েকবছর যাবৎ বইমেলার স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে খ্রিস্টান কলেজ প্রাঙ্গণে। এতে বইমেলার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং মানুষের যাওয়া বিশেষত রাত্রে ফেরার কিছুটা সুবিধে হয়েছে বলা যায়। উৎসবের মরশুমে রঙ্গীন শীতের সন্ধ্যা জমজমাট হয়ে উঠছে বইমেলার ভিড়ে।

বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ তার সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। কারণ, পড়াশোনা ও সংস্কৃতির চর্চা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। সংস্কৃতিপ্রেমী বাঁকুড়াবাসী অপেক্ষায় থাকেন বইমেলার অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য। বইমেলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যখন গাঢ় হয়, সাংস্কৃতিক উপ সমিতির সদস্য হই, তখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলোচনাসভা হত। পরে ২০০২ সালে যুক্ত হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। বইমেলা উপলক্ষে নাচ, গান, আবৃত্তি, বসে আঁকো, কুইজ— এসব প্রতিযোগিতা প্রথমে মহকুমা স্তরে, পরে জেলা স্তরে হত। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এভাবে বইমেলার প্রচার ও প্রসারে উৎসাহিত হয়ে আয়োজকরা ব্লকস্তরেও প্রতিযোগিতা শুরু করেন। ব্লক স্তরের স্থানাধিকারিরা মহকুমা স্তরে, এবং মহকুমা স্তরের সফল প্রতিযোগীরা বইমেলার মঞ্চে জেলাস্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত। অবশ্য কয়েকটি বিষয়ে সরাসরি জেলা স্তরেই প্রতিযোগিতা হত। প্রতিটি বিষয়ে জেলাস্তরে প্রথম স্থানাধিকারী প্রতিযোগীর মঞ্চ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে শুরু হত সেদিনের পুরস্কার বিতরণী তথা সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিগত পাঁচ/ছয় বছরে নানা সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে বইমেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল চরিত্রও কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। আবেগ উধাও হয়ে কিছুটা যান্ত্রিকতা গ্রাস করেছে আমাদের, ফলে সেই একাত্মতা যেন আর নেই। সাফল্য আর প্রতিযোগিতার ইদুর দৌড়ে ক্লান্ত, বিভ্রান্ত নবীন প্রজন্ম সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে; তাদের হাতে সময় বড় কম। আর পাঁচটা 'কালচারাল প্রোগ্রাম' এর সঙ্গে বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যে মূল চরিত্রগত পার্থক্য, তা চোখে পড়ছে না। বেশ কিছুকাল যাবৎ কর্ডলেস মাইক্রোফোন হাতে অর্কেস্ট্রা জাতীয় জনপ্রিয় গানের অনুষ্ঠান বইমেলার মঞ্চেও দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তরা হারিয়েই যাবেন? এঁদের অমর সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে অন্তত একটা অনুষ্ঠানও থাকবে না স্রোতের বিপরীতে?

তবু বইমেলা আছে বইমেলাতেই। যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আছে বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অসীম আকর্ষণ। তাই আজও শীতের সন্ধ্যায় হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে বইমেলা সাংস্কৃতিক মঞ্চের সামনে ভীড় জমান সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। স্নাত হতে চান সুরের অমলিন ধারায়। আর সদ্যপ্রকাশিত বইয়ের মিষ্টি গন্ধ গায়ে মেখে আনকোরা একটি কবিতা পড়তে মঞ্চে এসে দাঁড়ান মফস্সলের কোনও তরুণ কবি।

এত বই আর কটা জেলায় বিক্রি হয়!

স্বপন ঘোষ

দেখতে দেখতে একত্রিশ বছর হয়ে গেল! মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন। আসলে, বাঁকুড়া বইমেলার সঙ্গে একেবারে শুরু থেকে জড়িয়ে আছি বলেই বোধ হয় ফারাকটা তেমনভাবে বুঝতে পারি না। আমার চোখের সামনেই তো একটু একটু করে বেড়ে উঠল। তার পরিবর্তন বলুন, বিবর্তন বলুন, সবই নিজের চোখে দেখা। তাই বইমেলা বললেই একসঙ্গে কত স্মৃতি যে ভিড় করে!

ছোটবেলায় অনেকে অনেককিছু হতে চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সে যা হতে চাইল, আর যা হল, তার মধ্যে অনেক ফারাক। আমার ক্ষেত্রে নেশা আর পেশা মিশে গিয়েছে। ছোট থেকেই বই পড়তে ভালবাসি। পড়ার বইয়ের প্রতি ঝোঁক যত না বেশি, তার থেকে বেশি ঝোঁক বাইরের বইয়ে। রাত জেগে পড়ি, আর দিনের বেলায় ঘুমোই— এটাই মোটামুটি রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হলামও কিনা লাইব্রেরিয়ান। আমার পক্ষে এর থেকে ভাল চাকরি আর কীই বা হতে পারত!

১৯৮৩। আমার তখন সোনামুখীতে পোস্টিং। সিদ্ধান্ত হল, বাঁকুড়ায় বইমেলা হবে। জড়িয়ে গেলাম সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। প্রকাশকদের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছিল, বাঁকুড়ায় বইমেলা! বিক্রি হবে তো! অনেকে তাই আসতেও চাননি। তবু যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা প্রথমবারেই বাঁকুড়ার মানুষের রুচিবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনার পরিচয় পেলেন। এখন আর সাধাসাধি করতে হয় না। ওঁরা নিজেরাই আসেন। কারণ, অন্যান্য অনেক জেলার থেকে বাঁকুড়া জেলায় বই বিক্রির পরিমাণ অনেক বেশি।

একটা ছোট্ট হিসেব দেওয়া যাক। গত বছর শুধু খুচরো বিক্রি হয়েছে প্রায় ৬০ লাখ টাকার। কত বই বিক্রি হচ্ছে, তার একটা মোটামুটি আভাস পাওয়ার জন্য গেটে একটা হিসেব নেওয়া হয়। সব সময় যে ঠিক হিসেব পাওয়া যায়, এমনও নয়। কারণ, সবাই গেটে সব বই বের করে না। অনেক সময় গেটে ভিড় থাকে, হিসেব রাখাও মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। তবু অঙ্কটা ষাট লাখ ছাপিয়ে যায়। আর কটা জেলায় এই পরিমাণ বই বিক্রি হয়!

নিজে দীর্ঘদিন জেলা গ্রন্থাগারিক ছিলাম। তাই গ্রন্থাগারের হিসেবটা একটু তুলে ধরা যাক। জেলায় রুরাল লাইব্রেরির সংখ্যা ১২২। শহর গ্রন্থাগারের স্ট্যাটাস রয়েছে সাতটি লাইব্রেরির। আর জেলা লাইব্রেরি তো আছেই। রুরাল লাইব্রেরি পায় সাত হাজার টাকা। প্রায় সবাই হাজার পাঁচেক টাকার বই এই বাঁকুড়া বইমেলা থেকেই কেনে। কেউ কেউ তো পুরোটাই কেনে এখান থেকে। টাউন লাইব্রেরিগুলি পায় ১৮ হাজার টাকা। এর বাইরেও নিজেদের ফান্ড থেকে অনেক লাইব্রেরি বই কেনে। জেলা লাইব্রেরিও কেনে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার বই। সবমিলিয়ে এই অঙ্কটাও অন্তত আট লাখ।

সবমিলিয়ে বাঁকুড়ার বইমেলা নিছক একটা মেলা নয়। নিছক একটা হুজুগও নয়। বই বিক্রির এই হিসেবটাই বলে দিচ্ছে, বইকে ঘিরে মানুষের আবেগটা কোন পর্যায়ে। দাম বেড়েছে। বিক্রিও বেড়েছে। শহরের পাঠক যেমন আছেন, তার থেকেও বেশি আছেন মফস্সল ও গ্রামের পাঠক। কলকাতার প্রকাশকদের বই তো আছেই। বাঁকুড়া সংক্রান্ত বইয়েরও চাহিদা বেশ ভালই। বেশ কিছু স্টল থেকে বাঁকুড়ার লেখকদের বই বিক্রি হয়। এছাড়াও মঞ্চের কাছেই লিটল ম্যাগাজিন-গুলোর জন্য আলাদা জায়গা দেওয়া হয়েছে। যাঁরা প্রকাশক পান না, নিজেদের উদ্যোগে বই প্রকাশ করেন, তাঁরাও সেখানে বসতে পারেন। এর জন্য কোনও ভাড়াও নেওয়া হয় না। এখানে বাঁকুড়ার বইয়ের সম্ভার পেয়ে যাবেন।

এছাড়াও এই বইমেলাকে ঘিরে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। বইমেলায় এত এত দর্শকের মাঝে সবাই গান করতে চায়, কবিতা পড়তে চায়। যত দিন যাচ্ছে, এই চাহিদা বাড়ছে। সময় অল্প। ফলে, সবাইকে ঠিকমতো সুযোগ দেওয়াও যায় না। এ নিয়ে কখনও কখনও ভুল বোঝাবুঝিও তৈরি হয়। তবু তার মধ্যেও চেষ্টা হয় যতটা সুষ্ঠুভাবে করা যায়। আমি নিশ্চিত, এবারও অনুষ্ঠানের মান বেশ ভাল হবে। সেইসঙ্গে বইমেলাকে ঘিরে সেই আগের মতোই উন্মাদনা দেখা দেবে। হয়ত বা আগের উন্মাদনাকেও ছাপিয়ে যাবে।

(লেখক সদ্য অবসরপ্রাপ্ত জেলা গ্রন্থাগারিক)

ফেসবুকের টুকিটাকি

ফেসবুকে কীভাবে উঠে আসছে বাঁকুড়ার কথা? বইমেলা সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। শুধু আলাপনের পেজে নয়। বাঁকুড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রুপে, বিভিন্ন কমিউনিটিতে। কে কী লিখলেন, একবার উকি মারা যাক ।

প্রথমবার বইমেলায় যাওয়া। কোনও স্মরণীয় মুহূর্ত!

কৃষ্ণেন্দু পাত্র: প্রথমবার বইমেলা যাওয়া বন্ধুর সাথে, স্টেডিয়ামে। স্মরণীয় মুহূর্ত ২০১১/১২ তে। কবি সম্মেলন আর কবিতা পাঠ। এবারও যাব, অবশ্যই যাব। আপনারাও আসুন।

রঞ্জন সেন: প্রথম যাই ১৯৮৪ তে। সেবার তেমন কোনও স্মৃতি নেই। তবে পরের বার যাই সাতাশিতে। সেবার অনেক বই কিনেছিলাম। এক ভাল বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছিলাম। তখন তো ইন্টারনেট বা মোবাইল ছিল না। তবে পত্রমিতালি ছিল। অনেক চিঠিচাপাটি চলেছিল। সে দিল্লিতে থাকে। তবে, মোবাইলে এখনও তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

বিশ্বজিৎ কর: আমি ফেলুদার খুব ভক্ত। আর এই ফেলুদার সঙ্গে পরিচয় বাঁকুড়া বইমেলায়। একটা ছোট্ট বই দিয়ে শুরু। তারপর দেখতে দেখতে খান তিরিশেক বই আমার সংগ্রহে।

দেবাশিস পাণ্ডে: প্রথম যাই কবে, সেটা এখন আর মনে নেই। আটের দশকের মাঝামাঝি হবে। তবে ছিয়ানব্বই সালে আমার প্রথম কবিতার বই বেরোয়। অনেক চেনা-অচেনা মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরেছিলাম। পরেও আরও একটা বেরিয়েছে। তবে প্রথম বইয়ের উন্মাদনাই আলাদা। তাই আমার কাছে স্মরণীয় বছর ছিয়ানব্বই।

নীলাঞ্জন পাত্র: বইমেলায় প্রথমবারের স্মৃতি মোটেই ভাল নয়। তখন কবিতা লিখছি। খুব শখ ছিল বইমেলায় কবিতা পড়ব। অন্য এক সিনিয়র কবি নাম লিখিয়ে দিলেন। সকাল থেকে খুব উৎকণ্ঠায় ছিলাম। এক বন্ধুকে সঙ্গেও নিয়ে গিয়েছিলাম। অপেক্ষায় রইলাম, কখন ডাক আসবে। কিন্তু সঞ্চালক বললেন, আর সময় নেই। আজ আর কবিতাপাঠ হবে না। খুব আঘাত পেয়েছিলাম। এখনও মনে পড়লেই কষ্ট হয়।

আগামী সংখ্যাতেও বইমেলা সংক্রান্ত অনেক লেখা ও স্মৃতিচারণ থাকবে। এবারের বইমেলাকে ঘিরে আপনার অনুভূতির কথা লিখে জানান। ফেসবুকেও মতামত জানাতে পারেন।

স্মৃতিটুকু থাক

দাদুর দেওয়া সেই বই

কর্মসূত্রে এখন থাকি মালদায়। নিজের জেলা বাঁকুড়ায় যাই, তবে দু-তিন মাস ছাড়া ছাড়া। গত পাঁচবছর বাঁকুড়া বইমেলায় থাকতে পারিনি। এবারের বইমেলাতেও থাকতে পারব না! অথচ, কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই বইমেলার সঙ্গে!

আমি তখন খুব ছোট। সম্ভবত ক্লাস ফাইভ। প্রথমবার বইমেলা গিয়েছিলাম দাদুর সঙ্গে। তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। খুব বইয়ের নেশা। দাদু নানারকম বই কিনলেন। আমার জন্য কিনে দিলেন কাকাবাবু আর পান্ডব গোয়েন্দা। তখন মনে হয়েছিল, ধুর, এসব না কিনে দিয়ে ব্যাট-বল কিনে দিলেই ভাল হত। মনে মনে দাদুর ওপর রাগই হয়েছিল। পরীক্ষার পর বইগুলো পড়তে শুরু করলাম। চোখের সামনে যেন অন্য এক জগৎ খুলে গেল। আমার মধ্যেও বইয়ের নেশা এসে গেল। দাদুর সঙ্গে আরও পাঁচ-ছ বছর বইমেলায় গেছি। দাদু এটা সেটা কিনে দিত। মা বকত। ভাবত, গল্পের বই পড়লে আমি হয়ত পড়াশোনা করব না। দাদু বলত, পড়ার বই তো সবাই পড়ে। সেই আসল পড়ুয়া, যে পড়ার বইয়ের বাইরে অন্য বই পড়ে। বই পড়লে কেউ নষ্ট হয় না। বরং, বই না পড়লেই নষ্ট হয়।

সেই দাদুও আর নেই। দু'দশক আগেই মারা গেছেন। তারপর আরও অনেক বই কিনেছি, পড়েছি। কিন্তু দাদুর দেওয়া সেই বইগুলোর কথা আজও ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না বইমেলাকে। জানি না, আজও হয়ত কোনও দাদু তাঁর নাতির হাতে বই তুলে দেন।

বিপ্লব মিশ্র, *মালদা*

সত্যি বলতেও পারলাম না!

বছর দশেক আগের কথা। বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে বাঁকুড়া বইমেলায় গেছি। দেখা হল অনেকদিনের পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। একথা-সেকথার পর সে ব্যাগ থেকে একখানা বই বের করল। তার সদ্য প্রকাশিত কবিতার বই। বইয়ের ভেতরে একটা শুভেচ্ছাপত্র লিখে সই করে দিল। আমার হাতে দিয়ে বলল, মন দিয়ে পড়িস। কেমন লাগল, জানাস। বইটা নিয়ে আমি আমার ব্যাগে ভরলাম। বেশ কয়েকদিন ব্যাগেই রইল। একদিন ব্যাগ পরিষ্কার করতে গিয়ে বইটা এক জায়গায় রাখলাম। ভাবলাম, পরে পড়ব। বইটা আর খুঁজেই পেলাম না। কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম! দিন কুড়ি পর সেই বন্ধু ফোন করল। কিছুক্ষণ গল্পের পর জানতে চাইল, কবিতাগুলো কেমন লাগল! আমি তখন আমতা আমতা করছি। বানিয়ে বানিয়ে কিছু প্রশংসা করলাম। কবিরা প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। তাই সে হয়ত বুঝতে পারল না। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগল। সে পরম যত্নে নিজের বই আমার হাতে তুলে দিল। আমি পড়তেও পারলাম না! এমনকি বইটা হারিয়ে ফেলেছি, এই সত্যিটুকুও স্বীকার করতে পারলাম না! সেদিনের সেই মিথ্যের জন্য আজ ক্ষমা চাইছি।

বিকাশ চ্যাটার্জি, *কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া*

ক্ষমা চাইছি

ফিরে পেলাম বইমেলায়

আগের বছর বাঁকুড়া বইমেলায় গিয়েছিলাম। বইমেলা মানেই অনেক পুরানো লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া। বই কেনার থেকেও বোধ হয় সেটাই বড় আকর্ষণ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবার চেহারাই বদলে গেছে। কারও মধ্যপ্রদেশ স্ফীত। কারও মাথায় চুল পাতলা হয়ে এসেছে। কারও চোখে চশমা। কারও চেহারার আদল আমূল বদলে গেছে। চেনা মানুষকেও বড় অচেনা মনে হয়। একজন মাঝবয়সী ছেলেকে দেখে চেনা চেনা লাগল। কিন্তু সাহস করে নাম জিজ্ঞেস করতে পারছি না। নিজের স্ত্রীকে বললাম। সে বলল, মেয়ে হলে না হয় চড় থাপ্পড় খেতে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে এত ভয় কীসের? সাহস করে এগিয়ে গিয়ে নাম জিজ্ঞাসা করলাম। সে কিছুটা গম্ভীর, বলল নাম জেনে আপনার কী লাভ? আমার স্ত্রীও ছাড়ার বান্দা নয়। সে বলল, নামটা বলতে এত ভয় কীসের? আপনার কি পুলিশের খাতায় নাম আছে নাকি? আপনি কি ফেরার আসামী? এবার সে হেসে ফেলল। নাম বলল শমীক ব্যানার্জি। ব্যাস, আর বলতে হবে না। আয়, বুকে আয়। বলেই ওকে জড়িয়ে ধরলাম। সে যথারীতি চিনতে পারল না। বইমেলার মাঝেই দু চারটে বাক্যালঙ্কার অব্যয় ঝেড়ে নিজের নাম বললাম। এবার তার জড়িয়ে ধরার পালা। আবার দেখা যদি হল সখা/ প্রাণের মাঝে আয়।

কলেজ জীবনের একের পর এক স্মৃতি মনে পড়ে গেল। আবার সেই হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে ফিরে পেলাম মেলার মাঝে। এই স্মৃতিটুকু সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলাম।

সৈকত কুণ্ডু, *লালবাজার, বাঁকুড়া*

আপনিও লিখুন

এই বিভাগটি আপনার জন্য। আপনিও নিজের ছোট ছোট স্মৃতি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। কোনও আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষককে ঘিরে নিজের অনুভূতির কথা তুলে ধরতে পারেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেন। যদি অতীতের কোনও ভুল আপনাকে আজও তাড়া করে বেড়ায়, তাহলে সেই ভুল স্বীকার করে অনেকটা হালকা হতে পারেন।

চিঠি লিখুন। ঠিকানা— aalaapan123@gmail.com

বাংলা ফন্টে লিখলে পিডিএফ করে পাঠাবেন। যদি বাংলা কম্পোজ করতে সমস্যা থাকে, রোমান হরফেও পাঠাতে পারেন। শব্দ সংখ্যা আনুমানিক ১৫০ ।

এক নজরে

বিষ্ণুপুর ও মুকুটমণিপুরের কিছু হোটেলের ফোন নম্বর।

বিষ্ণুপুর (এস টি ডি ০৩২৪৪)

বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজ	২৫২০১৩
উদয়ন লজ	২৫২২৪৩
মধুবন ইন	৯২৩২৫ ১৯৩৮৪
হোটেল হলিডে	৯৪৭৫৯ ৮২৪৭০
হেরিটেজ লজ	২৫৪২৯৮
মোনালিসা লজ	২৫২৮৯৪
গীতাঞ্জলি লজ	২৫৩৭৪৬
লাক্সারি লজ	২৫৩৪৬৬
প্যারাডাইস লজ	২৫২৯৪৭
মিউনিসিপ্যালটি ডরমেটরি	২৫২২০০
বিষ্ণুপুর লজ	২৫৩৭৪৯
মেঘমল্লার লজ	২৫২২৫৮
মল্লভূম লজ	২৫২৭৬৫
সোনার বাংলা লজ	৯৭৩৪২ ২৯৪৫৭

মুকুট মণিপুর (এস টি ডি ০৩২৪৩)

আম্রপালি	২৫৩২০৮
অপরাজিতা	২৫৩৩৫৫
পিয়ারলেস রিসর্ট	২৫৩১৪৫
সোনাঝুরি	২৫৩৩৩৫৬

শীতের সময় অনেকেই বেড়াতে যান। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই বিষ্ণুপুর ও মুকুটমণিপুরের কিছু হোটেলের ফোন নম্বর দেওয়া হল। প্রতিবারই এমনই কিছু জরুরি ফোন নম্বর দেওয়া হবে।

প্রতি সংখ্যায় এই বিভাগে থাকে জেলার গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য। হয়ত অনেকে জানেন। হয়ত জানেন না। কলেজ, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, থানা, ব্লক, বিভিন্ন পদাধিকারি, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ট্রেনিং সেন্টারসহ নানা রকম তথ্য থাকবে নানা সংখ্যায়। হঠাৎ হঠাৎ এই তথ্যগুলো কাজে লাগে। তাছাড়া, নিজের জেলাকে চিনতে গেলে এগুলো জেনে রাখাও জরুরি।

আপনারাও নানা রকম তথ্য পাঠাতে পারেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলি ছাপা হবে রাঢ় আলাপনে। একেক বার একেক বিষয়ের ওপর তথ্য দেওয়া হবে।

মোদিকে নিয়ে এবার নতুন বই লিখে ফেললেন প্রবীর

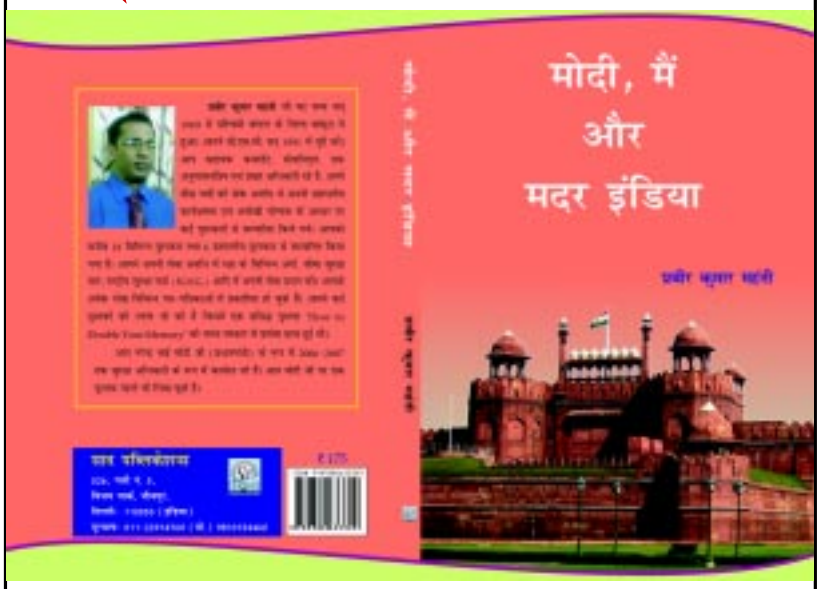

আলাপন প্রতিনিধি: মাস পাঁচেক আগের কথা। আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছিলেন নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে। সেই বই যে এমন সাড়া ফেলবে, ভাবতেও পারেননি। দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও হইচই ফেলে দিয়েছে 'ম্যায় আউর মোদি'।

তাই নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে আরও একটি বই লিখে ফেললেন প্রবীর কুমার মোহান্তি। বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল এলাকার মানুষ। বর্তমানে কর্মসূত্রে আছেন দিল্লিতে। দেশের প্রথমসারির বিভিন্ন ভিআইপি-র নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন বাঁকুড়া জেলার এই কৃতী সন্তান। মোদি তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন মোদির নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। খুব কাছ থেকে দেখেছেন নরেন্দ্র মোদিকে। টুকরো টুকরো নানা স্মৃতির মালা গেঁথে লিখেছিলেন 'ম্যায় আউর মোদি'।

তারপর এখন মোদি প্রধানমন্ত্রীর আসনে। বর্তমানে প্রবীরবাবুর ঠিকানাও দিল্লি। নতুন বইয়ের নাম দিয়েছেন মোদি, ম্যায় আউর মাদার ইন্ডিয়া। বইয়ের কাজ সমাপ্ত। নতুন বছরের শুরুতেই দিনের আলো দেখবে এই বই। এখানে শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ নয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে নির্মল গঙ্গা, মেক ইন ইন্ডিয়া থেকে রেল সংস্কার। উন্নয়নের নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন প্রাক্তন এই সেনা কর্তা।

UNIVERSAL TOWER

228/B-7 CHATTARPUR HILLS,
CHATTARPUR SOUTH DELHI, DELHI- 600091

Ref..245172.. Ref..26.12.14

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে আমাদের কোম্পানীর কাজ যথাশিঘ্র শুরু করা হবে। উক্ত কারনে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক ব্যাক্তিরা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে:

(১) ০৮২২৯৯৪০৬৩১

(২) ০৯৬৬৫১১৪৩৪৬

(৩) ০৮০৫৫০৫১১০১

THANK YOU
YOURS FAITHFULLY

www.universaltowerservices.com

জোনালে অধিকাংশই নতুন মুখ

আলাপন প্রতিনিধি: নতুনের দিকেই ছুটছে সিপিএম। এ পর্যন্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন জোনাল সম্মেলন থেকে এই বার্তাটাই স্পষ্ট। অধিকাংশক্ষেত্রেই জোনাল সম্পাদকের ভূমিকায় আনা হয়েছে নতুন মুখ।

বাঁকুড়া শহর ও গ্রাম মিলিয়ে এবার ছিল একটিই জোনাল। এখানে অবশ্য প্রাক্তন অধ্যাপক প্রতীপ মুখার্জিকেই সম্পাদক করা হয়েছে। তিনি আগেও এই দায়িত্বে ছিলেন। গঙ্গাজলঘাটিতে জিতেন সিংহ, ইন্দাসে অসীম পাত্র, সারেঙ্গায় অজিত চ্যাটার্জি পুনরায় জোনাল সম্পাদকের ভূমিকায় থেকে গেলেন। বাকি অধিকাংশ জোনালেই নতুন মুখ।

বিভিন্ন জোনালে যাঁরা নতুন সম্পাদক হলেন: শালতোড়া: শুভঙ্কর লায়েক। রাইপুর: রুবেন টুডু। ছাতনা: পরেশ হাঁসদা। রানিবাঁধ: মধুসূদন মাহাতো। কোতুলপুর: আলি হোসেন। জয়পুর: বিশ্বনাথ দে। বিষ্ণুপুর: অনিল পন্ডিত। হিড়বাঁধ: শেখ ইউনুস। তালডাংরা: প্রদ্যোৎ মণ্ডল। মেজিয়া: জিতেন ভান্ডারি। সিমলাপাল: সুবীর পাত্র।

বিভিন্ন জোনালে যাঁরা তিনবার বা তাঁর বেশিবার সম্পাদক ছিলেন, তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ জোনালেই নেওয়া হয়েছে কুড়ি জন সদস্য। জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে গতবার ছিলেন ৫৫ জন।

সোনামুখী পুরসভা

আপাতত দায়িত্ব সামলাবেন কুশল

আলাপন প্রতিনিধি: অনাস্থা এনেও লাভ হল না তৃণমূলের। নিজেদের কোন্দলে বোর্ড গঠন করতেই পারলেন না তৃণমূল নেতৃত্ব। ফলে, তদারকি পুরপ্রধান হিসেবে আপাতত দায়িত্বে রইলেন চেয়ারম্যান কুশল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া জেলার তিন পুরসভার মধ্যে শুধু সোনামুখীই ছিল বামেদের দখলে। সিপিএম থেকে দল ভাঙিয়ে একবার অনাস্থা আনা হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ কমিশনার কুশলবাবুর দিকেই ভোট দিয়েছিলেন। ফলে তখন অনাস্থা ভেস্তে যায়। ফের আনা হয় পুজোর পর। এবার আগেই পদত্যাগ করেন কুশল বাবু। কিন্তু কে তাঁদের পুরপ্রধান হবেন, তা নিয়ে শুরু হয় দলাদলি। ফলে, সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কোনও তলবি সভা করতে পারেনি তৃণমূল। পুরসভায় একটা অস্থিরতা তৈরি হয়। তখন মহকুমা শাসক পলাশ সেনগুপ্ত কুশলবাবুকেই পুরবোর্ডের কাজ আপাতত তদারকি করতে বলেন।

অপেক্ষার প্রহর গুনছে কমলপুর

আলাপন প্রতিনিধি: দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল ষাট বছর। কত বর্ণময় ইতিহাস। ইতিহাসের নানা বাঁকে মোড় ঘোরানো কত ঘটনা। দেশের নানা প্রান্তে, এমনকি বিদেশেও কত কৃতী ছাত্র। সব নিয়েই পথ চলা কমলপুর নেতাজি হাইস্কুলের।

এবার হীরক জয়ন্তী। তারই অপেক্ষায় যেন প্রহর গুনছে কমলপুর। উৎসব শুরু হওয়ার কথা নেতাজির জন্মদিনে, অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি। সেদিন প্রদীপ জ্বালানো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাঁদের জমিতে গড়ে উঠেছে এই স্কুল, সেই জমিদাতাদের সংবর্ধনা।

মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে ২৯ জানুয়ারি। চলবে তিনদিন। এই তিন দিন থাকছে নানা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। শিক্ষা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা রকম আলোচনাচক্র। অংশ নেবেন শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জেলার বিশিষ্ট মানুষেরা। মাঝের দিন, অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি সন্ধেতে মূল আকর্ষণ ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর একক আবৃতি শীতের সন্ধ্যায় আনবে অন্য এক মাত্রা। শেষদিন থাকছে বাংলা ব্যান্ড ভূমি।

শেষদিনের আরও একটি বড় আকর্ষণ পুনর্মিলন। দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কতী ছাত্রদের সমাগম সেইদিন। তাঁদের স্মৃতিচারণে ফিরে আসবে 'পুরানো সেই দিনের কথা'। প্রাক্তন শিক্ষকরাও থাকবেন স্বমহিমায়। তাঁদেরও সম্মানিত করা হবে।

উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। বছরের প্রথম দিনে স্কুলের ওয়েবসাইটও চালু হয়ে গেল। ওয়েবসাইটের ঠিকানা: www.knhskamalpur.in

আগামী সংখ্যায়

কমলপুর নেতাজি হাইস্কুলের হীরক জয়ন্তী। দীর্ঘ পথ চলা। অনেক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে অনেক কৃতী ছাত্র। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। সবমিলিয়ে এই স্কুলকে নিয়ে থাকবে বিশেষ কভারেজ। কমলপুরের সঙ্গে স্মৃতি জড়িয়ে থাকলে আপনিও লিখতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা: aalaapan123@gmail.com

ভ্রমণ: সুতান

শীতের রোদে বনের মাঝে

ইন্দ্রাণী রাহা

‘এসো হে পথিক বন্ধু এসো
ছায়ার আঁচল পাতি
এসো শ্যামল সুন্দর’—

শ্যামল সুন্দর স্নিগ্ধ শীতল ছায়া বিছায়ে দীর্ঘকাল ধরে পথিকদের ডেকে চলেছে সুতান। নামটা বুঝি অচেনা লাগল? না, এমন কিছু দূর নয়, বাঁকুড়ার মুকুট মণিপুর থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার ভেতরে আদিবাসী সাঁওতালদের গ্রাম পেরিয়ে ঢুকতে হয় জঙ্গলে। চলার পথের সারা রাস্তা জুড়ে ছোট ছোট গ্রাম আদিগন্ত বিস্তৃত ধানের মাঠ, ছোট বড় নানা ধরণের জলাশয়, পুকুর আর তাতে ফুটে থাকা শালুক, পদ্ম এই সমস্ত কিছুর সাথে মিশে আছে এক নিপাট গ্রাম্য জীবনের ছন্দ।

এই সমস্তকিছু পিছনে ফেলে ঢুকতে হয় সেই জঙ্গলে। ভয় পাবেন না— এ জঙ্গল, সেই ভয়ঙ্কর জঙ্গল নয়। এই জঙ্গলে আছে স্নিগ্ধতা, এখানে গহন অন্ধকার নয়— বরং, গাছের পাতা আর রোদের লুকোচুরি খেলা; দুর্ভেদ্যতা নয়, প্রকৃতির সাথে বাতাসের মাতামাতি। এমনকি বন্ধুরতা নয়, বন্ধুত্বের পূর্ণতা পাবেন এখানে। সেই জঙ্গলের রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা ভেতরে এক দীঘি। ঠিক যেমন রূপকথার মতো। সেই দীঘির বাঁধানো পাড়ে বসলে মন ঠিক বলে উঠবে, ‘মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন’। এরই নাম সুতান। অর্থাৎ, সুসংবদ্ধতা। নিত্যদিনের একঘেয়েমি কোথাও যেন জীবনে ছন্দপতন ঘটিয়ে দেয়। সপ্তাহান্তে শনি, রবিতে চলে আসুন এখানে। এক চিলতে নীরবতা, জীবনের সহিষ্ণুতা অনেক বাড়িয়ে দেয়।

মন চাইলে আরও একটু পেরিয়ে যেতে পারেন কুইলাপাল। ‘শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি’ এ যেন কল্পনার জগৎ থেকে তুলে আনা এক টুকরো ক্যানভাস। গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অল্প বন্ধুর পাথুরে জমির ওপর দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে সে। তার একধারে সুন্দর করে সাজানো ছোট্ট একটা বাগান। আর অপরদিকে সেই কল্পনার রাজ্য। মাথার ওপরে আগলে থাকা ব্রিজ যেন চারপাশের কোলাহলকে আড়াল করে সুযোগ করে দেয় প্রকৃতির (আরেক অর্থে নারী) সাথে একাত্ম হওয়ার। যাঁরা বৈচিত্র্য ভালবাসেন, তাঁরা বেড়াবার জায়গার সাথে সাথে বেড়ানোর সময় বা ঋতুতেও বৈচিত্র্য আনতে পারেন। চলে আসুন—

‘হেমন্ত কালে
ঝরে পড়া পাতা
আর কবির কথা
রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার,
যাওয়ার আগে।’

কোলকাতায়
মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং
এর প্রস্তুতির এক অনন্য প্রতিষ্ঠান
VOICE
... Sound of Success
ছেলে ও মেয়েদের পৃথক হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে
২০১৫ জয়েন্টের ফর্ম দেওয়া শুরু
[একটি আবাসিক/অনাবাসিক, আধুনিক, জয়েন্ট এন্ট্রান্স (MEDICAL / ENGINEERING) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র]

আলহাজ্ব শাজাহান বিশ্বাস সাহেবের "আলতাব চ্যারিটেবল ট্রাস্ট"-এর প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি নিজস্ব উদ্যোগ

জয়েন্টের কোচিং রাজধানী খাস কোলকাতায়। একই ক্যাম্পাসে
৬০০ ছাত্রের মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর
সর্ববৃহৎ কোচিং কর্মযজ্ঞ শুধু VOICE-এই
Regd. Office : 40A, Taltala Lane, Kolkata - 700 016
Branch Office : 6, New Taratala Road, Kolkata-700 088
Tel : (Off) 033-2265-0943, e-mail : voice76success@gmail.com
Mob. : 9883024340 / 8509115585 / 9836613801

বাঁকুড়ায় রাঢ় আলাপনের অনুমোদিত বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

কনসেপ্ট অ্যাডভার্টাইজিং

অফিস: ৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানতলা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬
ই-মেল: *concept.advertising123@gmail.com*

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন

ফেসবুকে আলাপন

মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সহজ মাধ্যম হল ফেসবুক। এই ফেসবুকেও পেয়ে যাবেন রাঢ় আলাপনকে। বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুন, রাঢ় আলাপন আপনার হাতের নাগালেই। সার্চ করুন aalaapan bankura এতে আলাপনের বর্তমান সংখ্যা তো পাবেনই। পুরানো সংখ্যাগুলিও দেখতে পারেন। প্রতিটি পাতাই আপলোড করা আছে। এছাড়াও aalaapan bankura group এ ক্লিক করতে পারেন। পিডিএফ ফাইলে আরও সহজে পড়তে পারেন। সেখানেই নিজের মতামত দিতে পারেন। বাঁকুড়া ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন শহর সংক্রান্ত আরও অন্তত পঞ্চাশটি কমিউনিটিতেও পেয়ে যাবেন রাঢ় আলাপন। সেখান থেকেও পড়তে পারেন।

রাঢ় আলাপনের পক্ষ থেকে স্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত। বাসুলী প্রেস, ছাতনা, বাঁকুড়া থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী।**